সূচীপত্র

- ❑ তিনশ বছর ঘুমিয়ে ৯
- ❑ বেহেশতের দরোজা ১৬
- ❑ চার বান্ধবী ১৯
- ❑ খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয (র) ২৩
- ❑ শহীদ হাসানুল বান্নার কথা ২৭

তিনশ বছর ঘুমিয়ে

অন্ধকার গলি থেকে কয়েকটা ছায়ামূর্তি আস্তে আস্তে বের হচ্ছে। একজন গলি থেকে মাথা বের করে দুদিকে তাকালো। রাতের মাঝামাঝি। নির্জন রাস্তা। প্রথম ব্যক্তি পেছনে ঘুরে সাথীদেরকে হাতের ইশারা করলো। গলি থেকে সবাই পরপর সারিবদ্ধ হয়ে বড় রাস্তায় বেরিয়ে এলো। সাতটি ছায়ামূর্তি। হঠাৎ একটি কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ শোনা গেল। সবচেয়ে পেছনের লোকটি চমকে উঠলো এবং পেছনে ঘুরে কুকুরটিকে ধমক দিল। "চুপ! চেঁচামেচি কর না। চুপচাপ আমাদের সংগে চলো।"

কুকুরটি চুপ হয়ে গেল এবং সবার পেছনে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলো।

বড় রাস্তা দিয়ে সবাই চুপচাপ উত্তরে পাহাড়ের দিকে চললো। প্রায় একঘণ্টা চলার পর তারা পাহাড়ের নিকট এসে পড়লো। পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। সারির প্রথম ব্যক্তি বললো, "আর চিন্তা নেই। আমরা শহর ছেড়ে চলে এসেছি। দেখ সামনে পাহাড়, সকাল হয়ে গেছে। তাই এ পাহাড়ে আমরা দিনে লুকিয়ে থাকবো। আবার রাত হলে পাহাড়ের উত্তরে চলে যাব।"

দ্বিতীয়জন বললো, "তাহলে তো এখন তাড়াতাড়ি একটা গুহা খুঁজে বের করতে হবে। যেখানে আমরা দিনের বেলা লুকিয়ে থাকবো।"

প্রথম ব্যক্তি বললো, "চিন্তা করো না। আমি এ পাহাড়ের একটি বড় গুহা চিনি, যেখানে আমরা সবাই আশ্রয় নিতে পারবো, এসো।" প্রথম ব্যক্তি সবাইকে নিয়ে উঁচু নিচু পাহাড়ি রাস্তা পার হয়ে শেষে একটি গুহার কাছে পৌঁছলো। সে বললো, "তোমরা দাঁড়াও আমি গুহার ভেতরটা দেখে আসি।" এই বলে সে গুহার ভেতর ঢুকে

পড়লো। গুহাটা বেশ বড় এবং খুব বেশী অন্ধকার। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না। এটাই ছিলো লুকিয়ে থাকার উপযুক্ত স্থান, তাই সে সবাইকে গুহায় ঢুকে পড়তে বললো। গুহায় ঢুকেই দ্বিতীয়জন বললো, "আল্লাহর হাজার শোকর! আমরা এফিসাস শহর থেকে রাতে বেরোতে পেরেছি। নয়তো আজকেই রাজা দাকিয়ানুস আমাদের হত্যা করতো।"

তৃতীয়জন বলল, "আমরা খুবই ক্লান্ত, এখন একটু শুয়ে পড়া দরকার।"

প্রথমজন বললো, "তার আগে এসো এক আল্লাহর দরবারে আমরা দুআ করি, যিনি আমাদেরকে যালিম রাজার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।"

"ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে যালিম রোমানদের যুলুম থেকে হেফাযত কর। আমরা তোমার ওপর ঈমান এনেছি। এ যালিম মুশরিকরা তা বরদাশত করে না। তুমি আমাদের হেফাযত কর। আমরা সবকিছু ছেড়ে দিয়ে তোমার দীনের জন্য চলে এসেছি। আল্লাহ তুমি আমাদের এ ত্যাগ ও কুরবানী কবুল করো।"

সবাই হাত তুলে মুনাজাত করলো। মুনাজাত শেষ করে প্রথমজন বললো, "এখন তোমরা শুয়ে পড়ো। আর কুকুরটাকে গুহার মুখে বসাও। যাতে সে পাহারা দিতে পারে।" সবাই নিজ নিজ জায়গা হাত দিয়ে পরিষ্কার করে শুয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। এমনকি কুকুরটাও ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর তারা ঘুম থেকে উঠে পড়লো। একজন জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম বলতো?"

"একদিনের কিছু কম হবে।"—দ্বিতীয়জন বললো।

প্রথমজন বলল, "না, না, আমরা ঘণ্টাখানিক বা ঘণ্টা দুয়েকের বেশী ঘুমাইনি।"

"তোমরা দুজনই ভুল করছো। আমরা বোধহয় ২৪ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি।"—তৃতীয়জন বলল।